১০

তারিখ 18 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

আজকের কাগজ

অর্থনীতি অনুষদে তালা ।। প্রকৌশলীদের অনশন

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি অনুষদের কর্মসংস্থানের আন্দোলন তুঙ্গে

দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ ও কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র-ছাত্রিরা তাদের কর্মসংস্থান ও বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে গত ১ ডিসেম্বর কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদটি ছাত্র-ছাত্রিরা তালা বন্ধ করে দেয়। গত ১১ ডিসেম্বর কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ছাত্র-ছাত্রিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির সামনে আমতলায় ৯-১২টা এক "প্রতীক অনশনের" আয়োজন করে। উক্ত আন্দোলনের অংশ হিসেবে পাস করা কৃষি প্রকৌশলীরা তাদের সার্টিফিকেটের ফটোকপি পুড়িয়েছেন। এ আন্দোলনের সঙ্গে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ শাহ মোঃ ফারুক ও অনুষদীয় ডীন প্রফেসর ডঃ রফিকুল ইসলাম সরকার একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কর্মসংস্থান ও বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস আন্দোলনটি পরিচালনা করছে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ ছাত্র-সমিতির পক্ষে ভিপি শামীমুজ্জামান ফিরোজ ও এবিএম জাহিদ হোসেন বিপ্লব। এ আন্দোলনের সঙ্গে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন। এদিকে কৃষি অর্থনীতি অনুষদ সমিতির কর্মকর্তা ও শিক্ষক মন্ডলীর, গত ৯ ডিসেম্বর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রিরা অনুষদের তালা খুলে দিতে রাজি হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষদ দু'টি সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই এদের কোনো বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস ছিল না, এখনও নেই। তাছাড়া সরকারও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে এ দু'টি অনুষদের ডিগ্রীধারী ছাত্র-ছাত্রিদের কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। বহুবার সরকারের উচ্চ পর্যায়ে ও মন্ত্রণালয়সমূহে ডেলিগেশন পাঠিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু তা আর বেশিদূর এগুয়নি।

বিভিন্ন সূত্র মতে জানা যায়, প্রশাসন এবার কোনো সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে প্রকৌশল অনুষদেও তালা মেরে দেয়া হতে পারে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সঠিক কোনো কার্যক্রম না নিলে অনুষদ দু'টি অচল করে দেয়া হবে বলে ছাত্রনেতারা জানিয়েছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোকাম্মেল হক।